জিহাদে অর্থব্যয়

সগীর বিন ইমদাদ

জিহাদে অর্থ ব্যয়

সগীর বিন ইমদাদ

মাকতাবাতুল জিহাদ
ঢাকা

সূচি পত্র

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ব্যয় করার আহবান জানানো হয়, অতঃপর তোমরা কেউ কেউ কৃপনতা করছ। যারা কৃপনতা করছ, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপনতা করছ। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত আর তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

-সূরা মুহাম্মদ-৩৮

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন,
হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন দিন জিহাদ করেনি, কোন মুজাহিদকে জিহাদের জন্য অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেনি, অথবা কোন মুজাহিদ পরিবারকে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমানতদারীর সাথে দেখাশোনা করেনি, এই হতভাগা মৃত্যুর পূর্বেই কোন না কোন আজাবে নিপতিত হবে।

-আবু দাউদ শরীফ

কৃপণ যদি দুনিয়াত্যাগী বুজুর্গও হয় তবু ,
নবুবী ভাষ্যে স্বর্গ তাহার জুটবে না কভু।

-শেখ সা'দী (রাহঃ)

ভূমিকা

ক্ষণিকের এই লীলাভূমিতে মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্যই হল অবনত মস্তকে বান্দা নিজেকে স্রষ্টার সামনে সপে দিবে। শরীয়তের ভাষায় যাকে বলে ''ইবাদাত''। সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায় ''ইবাদাত'' প্রধানত তিন প্রকার ।

১. ই'তিকাদী তথা আকীদা সম্পর্কীয়, যা কেবল বিশ্বাসের সাথেই সম্পৃক্ত। বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্মে এর সংশ্লিষ্টতা গৌন। তবে সর্বাবস্থায়ই এর উপর অনড় থাকা আবশ্যক।

২. বদনী তথা শারীরিক ইবাদত, যা দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত এবং এর পুনরাবৃত্তিও আবশ্যক।

৩. মালী তথা আর্থিক ইবাদত, যা স্বশ্রমে উপার্জন করে স্বহস্তে দানের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

চলমান পুস্তিকায় এই তৃতীয় প্রকারটিই সুধী মহলের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরতে প্রয়াস পাব। কারণ, কালের আবহে সময়ের আবর্তে এবং যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে চরম উন্নাসিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, দীর্ঘকাল পর আজ পশ্চিমা সভ্যতার গড্ডালিকা প্রবাহে মানুষ গান-বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি নানা গর্হিত কর্মকান্ডে নিজেদের মহা মূল্য বান সময় ব্যয়ের পাশাপাশি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে অর্জিত অর্থও বলিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত। কিন্তু লাইফ বীমা হিসাবে নিজেদের নামে পরকালীন ব্যাংকে কিছু জমা করতে তথা আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য ব্যয় করতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। অথচ এপথে ব্যয় যে কত উৎকৃষ্ট পাথেয়, তা বলাই বাহুল্য। আমি বহুদিন থেকেই চিন্তা

করছিলাম যে, জিহাদের পথে অর্থ ব্যয়ের জন্য মুসলমান ভাইদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষে কিছু লিখব। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততা তার সুযোগ দিচ্ছিল না। একদিন হঠাৎ আমার শ্রদ্ধাবাজন বড় ভাই ও মুরুব্বী মুফ্‌তী আনাস সাহেব আমার হাতে পাকিস্তানের বিশিষ্ট লেখক ও মুজাহিদ হযরত মাওলানা ফজল মুহাম্মদ সাহেবের (দামাত বারকাতুহুম) রচিত 'দাওয়াতে জিহাদ' কিতাব খানা তুলে দিয়ে বললেন, তুমি এর সাহায্যে 'জিহাদের পথে অর্থ ব্যয়' সম্পর্কে কিছু লিখ। আমি উক্ত গ্রন্থটিকে সম্বল করে অনুবাদের মতই কিছু পরিবর্তনের সাথে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত করেছি। যদি এতে সুধী পাঠকবৃন্দের সচেতন দৃষ্টিতে কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা জানালে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করে নিব। পরিশেষে মহান প্রভূর শাহী দরবারে নতশিরে প্রার্থনার হাত প্রসার করে ফরিয়াদ জানাচ্ছি, হে আল্লাহ তুমি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল কর এবং এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রথমে আমাকে এবং সাথে সাথে প্রত্যেক মুসলমানকে আমল করার তাওফীক দান কর । আমীন ।।

বিনীত
সগীর বিন ইমদাদ

কুরআনের আলোকে জিহাদে অর্থ ব্যয়

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে জিহাদকে ফরজ করার সাথে সাথে জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করাকেও ফরজ করেছেন। জিহাদের ময়দানে মুজাহিদের সবচে' মূল্যবান জান -মাল দু'টি বস্তু-ই ব্যয় হয়। তাই আল্লাহ তা'আলাও জান-মাল দ্বারা জিহাদ করার জন্য কুরআনের শতাধিক স্থানে আদেশ করেছেন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যত স্থানেই জান-মালের বর্ণনা করেছেন, একটি স্থান ব্যতীত সমস্ত স্থানে মালের কথাকে পূর্বে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পরে হবে ইনশা আল্লাহ্। এখন আমরা দৃষ্টি দেব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনে পাকে এ বিষয়টিকে বিভিন্ন অভিধায় ব্যক্ত করেছেন। সংক্ষেপে তার দু'একটি বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

জিহাদে দান করার দৃষ্টান্ত

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর পথে 'জিহাদের জন্য' নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি (গমের) বীজের ন্যায়, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আর প্রতিটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। এবং আল্লাহ যাকে চান, তাকে আরো বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা অতি. দানশীল, সর্বজ্ঞ।''

(বাক্বারা-২৬১)

আলোচ্য আয়াতে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর পথে এক টাকা ব্যয়ের বিনিময়ে, সাতশত টাকা ব্যয়ের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

জিহাদে অর্থ ব্যয়

আল্লাহ্‌কে ঋণ প্রদান

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

‘‘তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে ঋণ দিবে! উত্তম ঋণ-অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাকে বহুগুণ ছাওয়াব দান করবেন? আল্লাহ্ তা‘আলা (মানুষের অর্থ ব্যবস্থাকে) সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁরই সমীপে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।’’

(বাক্বারা-২৪৪.৪৫)

উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতগুলো একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকেন্দ্রিক। এক শহরে বনী ইস্‌রাঈলের কিছু লোক বাস করতো। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তারা তাদের শত্রুর ভয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু’পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ও নিরাপদ ময়দানে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তা‘আলা (তাদেরকে ও দুনিয়াবাসিকে একথা অবগত করণার্থে যে, মৃত্যুর ভয়ে শত্রুর মোকাবেলা না করে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না) তাদের কাছে দু’জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতাদ্বয় ময়দানের দু’ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই এক সাথে মারা গেল। পার্শ্ববর্তী লোকেরা সংবাদ শুনে সেখানে উপস্থিত হল। দশ হাজার মানুষের কাফন-দাফন যেহেত অসাধ্য ব্যপার, তাই তাদের চারদিকে দেয়াল দিয়ে

একটি বন্ধ কূপের ন্যায় করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে-গলে

গেল এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের প্রশিদ্ধ নবী হিযকীল (আঃ) উক্ত পথে গমন করছিলেন। হঠাৎ বিক্ষিপ্তাবস্থায় বিপুল পরিমাণ হাড় গোড় দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহির মাধ্যমে তাঁকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার ! তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাদের পুনর্জীবিত করলেন।
উল্লেখিত ঘটনা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মউত তথা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত। শত্রুর মোকাবেলায় জিহাদে অংশগ্রহণ মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনিভাবে আল্লাহর রাহে অর্থব্যয় ও জিহাদে শরীক হওয়ার ভয়ে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভেরও উপায় নয়। উপরন্তু মুত্যুর ভয়ে জিহাদ ও জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকা এবং অন্যের উপর দান-সদকা করা থেকে বিরত থাকা গোস্তাখী ও চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। শাইখুল হিন্দ (রাহঃ) বলেন, একথা সুস্পষ্ট যে, তোমাদের জান ও মাল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আদেশেরই অনুকূল, অতঃএব তোমরা আল্লাহর জন্য কাফেরের সাথে নির্বিঘ্নে যুদ্ধ করতে থাক। জেনে রাখ, নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা কৃত্রিম অজুহাতকারীর অজুহাত শ্রবণ করেন এবং দূরভিসন্ধিকারীদের কুমতলব সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে থাক, দরিদ্রতার ভয় করোনা। কেননা, প্রশস্ততা ও সংকোচন করা আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে।
আয়াতে 'আল্লাহকে ঋণ প্রদান' এর উদ্দেশ্য হল জিহাদের জন্য ও দরিদ্রের মাঝে অর্থ ব্যয় করা।

উত্তম ঋণ এর শর্ত চারটি-
১. সুদমুক্ত ঋণ হতে হবে।
২. ঋণগ্রহীতার উপর অযৌক্তিক কোন চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।
৩. উপকারের কোন খোটা দেয়া যাবে না।
৪. ঋণগ্রহীতাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনে করা যাবে না।

জিহাদে দানের পূর্ণ প্রতিদান ফিরে পাবে

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

"তোমরা যা কিছু আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ব্যয় করবে, তা তোমরা পরিপূর্ণ ফিরে পাবে। এতে তোমাদের উপর অবিচার করা হবে না।"
উল্লেখিত আয়াতে জিহাদে পথে ব্যয়ের ফযিলত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্র সংগ্রহসহ মুজাহিদ নানাভাবে জিহাদের জন্য যে অর্থ ব্যয় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এর বিনিময় স্বরূপ কমপক্ষে সাতশ'গুণ প্রদান করবেন। হ্যাঁ, যাকে ইচ্ছা আরো বেশীও দিবেন। কারণ, তিনি ঘোষণা করেছেন-
وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ "আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময় যাকে ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন।"

জিহাদে আগে দানকারীর মর্যাদা

وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوْا وَ كُلًّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

জিহাদে অর্থ ব্যয়

''তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অর্থব্যয় করছ না? অথচ আসমান ও জমিনের মালিকানা আল্লাহরই । তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে (আর যে পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে এ দু'জন) সমান নয়।এরূপ লোকদের মর্যাদা তাদের অপেক্ষায় অধিক, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।''
(আল-হাদীদ- ১০)

আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যয়ের জন্য কল্যাণ তথা জান্নাত ও মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। কিন্তু ত্যাগের মাত্রা বিচারে আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সাহাবা কেরামদেরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। কারণ, মক্কা বিজয়ের পূর্বে সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল নগণ্য, কাফেরদের পক্ষ থেকে শাস্তির আশংকা ও মাত্রা ছিল অত্যাধিক। মুজাহিদগণের জন্য বাহ্যিক সামগ্রী ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। বিধায় তখনকার ত্যাগ ছিল সর্বোত বিচরে অগ্রগন্য।

হাদীসের আলোকে জিহাদে অর্থ ব্যয়

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সায়্যেদুল মুরসালীন নবীউস্-সাইফ মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মহামূল্যবান হাদীসের বাণী সাহাবা কেরামের হৃদয়ে শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সম্পদকে জিহাদের পথে বিলিয়ে দেয়ার মত প্রেরণা যুগিয়েছে। এমনকি জিহাদের জন্য স্বহস্তে আপন ঘরের সর্বস্ব নবীর পয়ে অর্পনের হিম্মত দিয়েছে। সেই মূল্যবান হাদীস সমূদ্র থেকে বিন্দু পরিমাণ নিম্মে তুলে ধরছি।

জিহাদের ব্যয় সাতশ' গুণ বৃদ্ধি পায়

عن خريم بن فاتك رضى‌الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مـــن انفق نفقة فى سبيل الله كتب له بسبعمأة ضعف

''হযরত খুরাইম বিন ফাতিক (রাঃ) বর্ণনা করেন,হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কোন বস্তু ব্যয় করবে, দয়াময় আল্লাহ তাকে সাতশ' গুণ সাওয়াব প্রদান করবেন।'' (তিরমিযী)

عن ابى مسعود رضى‌الله عنه قال جاء رجل الى النبى صلى‌الله عليه وسلم بناقـــة مخطومة فقال يارسول الله هذه فى سبيل الله فقال له رسول الله صلى الله عليـــه وسلم لك بها يوم القيامة سبع مأة ناقة كلها مخطومة

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট লাগাম সজ্জিত একটি উট নিয়ে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আমি এটা আল্লাহর পথে দান করলাম। নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন,এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তোমাকে সাতশ' লাগাম সজ্জিত উট দেয়া হবে। (সাতশ' প্রস্তুত উট সদকা করার সাওয়াব পাবে বা জান্নাতে ভ্রমণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত সাতশ' উট পাবে)

জান-মাল ও যবানের জিহাদ

عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشـــــركين باموالكم وانفسكم والسنتكم

''হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) বলেন, তোমরা মুশরেকদের সাথে জিহাদ কর নিজেদের মাল, জান ও যবান দ্বারা।''

(আবু দাউদ শরীফ)

'মাল দ্বারা জিহাদ করার অর্থ হল, স্বীয় মাল যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের অস্ত্র-সামগ্রী,বাহন, আহার্য ও বসবাসের কাজে খরচ করা।

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে ও উল্লেখিত হাদীসে মালী জিহাদকে শারীরিক জিহাদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, এর বহুবিদ কারণ রয়েছে। তম্মধ্যে বহুল আলোচিত বাস্তব সম্মত দু'টি কারণ নিম্মে উল্লেখ করছি।

১. মালী জিহাদ শারীরিক জিহাদের তুলনায় ব্যাপক। কারণ, শারীরিক জিহাদে নারী, শিশু, অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন ও বৃদ্ধ দল-মত র্নিবিশেষে সকলের অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য হয় না। কেবল সুস্থ্য সুঠামদেহের অধিকারী বীর সাহসী ও আমীরের আনুগত্যশীল ব্যক্তিই অংশ নিতে পারে। পক্ষান্তরে মালী জিহাদের জন্য কোন প্রকার শর্ত নেই। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সকলেই শতস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তাই মালী জিহাদকে শারীরিক জিহাদের উপর অগ্রধিকার প্রদান কার হয়েছে।

২.শারীরিক জিহাদের জন্য সর্বাগ্রে মালী জিহাদের প্রয়োজন হয়। জিহাদের ময়দানে পৌছতে ও সেখায় আহার্য, বাসস্থান তৈরি করতে এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য অস্ত্র-শস্ত্রসহ সকল প্রকার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সর্বাগ্রে অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থ ব্যতিরেকে কোন কাজই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এমনকি নিজের দেহটাকেও জিহাদের ময়দান পর্যন্ত পৌছানো অসাধ্য ব্যাপার। তাই শারীরিক জিহাদের উপর মালী জিহাদকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

'জান দ্বারা জিহাদ' এর অর্থ সমস্ত মুসলমান বিশেষ করে ওলামা কেরাম অবশ্যই এ বিষয়ে অবগত যে, জিহাদ বলা হয়, আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার লক্ষে অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবেলায় জিহাদের ময়দানে অবতরণ করা। জিহাদের এ বিধানে তাবীল করার দুঃসাহস একমাত্র ঐ সমস্ত ব্যক্তিই দেখাতে পারে, যার অন্তরে জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বা রাসূল (সাঃ)-এর দাঁতভাঙ্গা সুন্নতের প্রতি ন্যূনতম গুরুত্ব ও মুহব্বত নেই।

হাদীসে বর্ণিত যবানী জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল ওয়াজ, নসিহত, গল্প বা রচনা, যার মাধ্যমে জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের কল্যাণ হয়। উদ্বুদ্ধকরণ, কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য দাপট-ধমকি প্রদান। প্রয়োজনে কঠোর ভাষায় কথোপকথন করা ও শক্ত ভাষায় কাব্য পাঠ করা এবং জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী তারানা পড়াই যবান দ্বারা জিহাদ। একথা কখনো যথার্থ নয় যে, কোন মুস্তাহাবের উপর কয়েক ঘন্টা বয়ান করে বলবে আমি যবানের জিহাদ করেছি। গরীব মিসকীনদের দু'টাকা দান করে বলবে অর্থ দ্বারা জিহাদ করেছি, অথচ এ.সি. কক্ষে শাহী গালিচায় উপবিষ্ট হয়ে, সুখ-সৌখিন্য অবস্থায় উপাসনা ও অধিক যিকিরে নিমগ্ন হয়ে বলবে আমি নফসের জিহাদ করেছি। এ কাজগুলো পুণ্যের বটে; কিন্তু এগুলোকে আদৌ জিহাদ নামে অবহিত করা চরম ধৃষ্টতার পরিচয়।

জিহাদে অর্থ ব্যয়ের উপর জান্নাতের সাক্ষ্য

হযরত আব্দুর রহমান বিন খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। তাতে হুজুর (সাঃ) বয়ানের মাধ্যমে সাহাবা কেরামদেরকে তাবুক যুদ্ধে অর্থ সাহায্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করছিলেন। নবী (সাঃ)-এর বয়ানে বিমুগ্ধ হয়ে হযরত উসমান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য একশ' উট ধন-সম্পদ দ্বারা সজ্জিত করে দিব। হুজুর (সাঃ) পুনরায় অর্থ সাহায্যের জন্য সাহাবাদের সামনে আকর্ষণীয় বয়ান পেশ করলেন। এবারও হযরত উসমান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি দুইশ' উট ভর্তি সামগ্রী আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রদান করব, আপনি তা কবুল করুন। তারপরও হুজুর (সাঃ) আপন গতিতে সাহাবা কেরামদেরকে জিহাদে অর্থ সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাতে থাকলেন। তৃতীয়বার হযরত উসমান (রাঃ) দন্ডায়মান হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ রাসূল (সাঃ)! আমি তিনশ' উট বোঝাই করে যুদ্ধ সামগ্রী প্রদান করব।

হযরত আব্দুর রহমান বিন খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর (সাঃ)-কে দেখেছি, তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ কালে বলছিলেন! আজ হতে উসমানের কোন হিসাব নেই, সে যা ইচ্ছা করতে পারে ।

(তিরমিযী)

তাবুক যুদ্ধকে সংকটাপন্ন দরিদ্র সৈন্যদল বলা হয়। কারণ, এযুদ্ধ এমন এক সময় সংঘটিত হয়, যখন একদিকে বিরাজ করছিল প্রচন্ড গরম, দুর্ভিক্ষ এবং মরু পথে চল্লিশ দিনের কঠোর ভ্রমণ,

তদুপরি বৃক্ষে ছিল পাকা খেজুর, যা মদিনাবাসীর সারা বছরের আহার্য । অপর দিকে আরব তীরে অপেক্ষমান ছিল লক্ষাধিক অস্ত্রসজ্জিত বাহিনী। তাদের মোকাবেলায় মাত্র ত্রিশ হাজার মুজাহিদের জন্য দশ হাজার উট ও অল্প কিছু ঘোড়া বিদ্যমান ছিল। এ সংকটময় মূহূর্তে সায়্যেদুল মুরসালীন (সাঃ) বার বার জিহাদের জন্য চাঁদা তুলছিলেন । হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আপন গৃহের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করে দিয়েছেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) গৃহের অর্ধেক সম্পদ নবী (সাঃ)-এর চরণে অর্পন করেছেন। হযরত উসমান (রাঃ) ছয়শ' উট বোঝাই সম্পদ দিয়ে বাহিনীকে সজ্জিত করেন, নবী (সাঃ)-এর হৃদয় প্রফুল্য করেছেন। পরপারের বিপুল পুণ্য অর্জন করেছেন। এক হাজার দিনারও প্রদান করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় সাড়ে নয়শ' সজ্জিত উট হাজার পূরণের জন্য পঞ্চাশটি ঘোড়া ও এক হাজার দিনারের কথা উল্লেখ রয়েছে। মহা উৎফুল্যে নবী যবানে ঘোষিত হয়েছে-আজ থেকে উসমানের কোন পরওয়া নেই, সে যা ইচ্ছা করতে পারে। এ ঘোষণা সত্ত্বেও হযরত উসমান (রাঃ) শরীয়তের কোন কার্জে ন্যূনতম অলসতা করেননি। এ যুদ্ধ নবী জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ এবং রোমানদের সাথে সর্ব প্রথম যুদ্ধ। তারা পূর্বেই পালায়ন করে। হুজুর (সাঃ) সাহাবাদের নিয়ে পনের দিন সেথায় অবস্থান করে রমজান মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তখন নবী কারীম (সাঃ)-এর বয়স বাষট্টি বছর ছিল।

হযরত আব্দুর রহমান বিন সামূরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তাবুক যুদ্ধের অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করার সময় হযরত উসমান (রাঃ) নিজের আস্তিন থেকে এক হাজার দিনার বের করে নবী (সাঃ)-এর হাতে অর্পণ করেন। নবী কারীম (সাঃ) দিনারগুলো নিজের কোলে রেখে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, ‘‘এ অর্থ ব্যয়ের পর উসমান থেকে যদি কোন গুনাহ প্রকাশ হয়ে যায়, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আজকের

পর উসমান যা-ই করুক, কোন অনিষ্ঠ তাঁকে স্পর্শ করবে না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত উসমান (রাঃ) নয়শ' উকিয়া দান করেছেন। নয়শ' উকিয়ার পরিমাণ চল্লিশ হাজার দিরহাম।
(মুসনাদে আহমদ)

জিহাদের জন্য একাধিক বস্তু দান করা

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য (দু'টি উট, দু'টি ঘোড়া বা দু'টি অস্ত্র ইত্যাদি) দান করবে, জান্নাতের বিভিন্ন দরজা তাকে এই বলে ডাকবে,''হে আল্লাহর বান্দা, এদিক দিয়ে প্রবেশ করুন, কারণ আমি অধিক উৎকৃষ্ঠ''। এমনিভাবে যে অধিক নামাযী, তাকে নামাযের দরজা, যে অধিক জিহাদকারী তাকে জিহাদের দরজা, যে অধিক যাকাতদাতা, তাকে যাকাতের দরজা, যে রোজাদার, তাকে রোজার দরজা আহবান করবে। এ হাদীস শ্রবণ করে হযরত আবু বকর সীদ্দীক (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনার চরণে আমার বাবা-মা উৎসর্গ হোক। এমন কি কেউ হবে ,যাকে উল্লেখিত সমস্ত দরজা এক সাথে আহ্বান করবে? হুজুর (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এবং আমি আশাবাদী যে, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
হাদীসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য সমস্ত দরজা দিয়ে জন্নাতে প্রবেশ করা নয় বরং এমন কোন মর্যাদাবান আছে কি, যাকে জান্নাতের সমস্ত দরজা এক সাথে আহবান করবে?

সর্বোৎকৃষ্ট দীনার

হযরত সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, মানুষ যত অর্থ ব্যয় করে, তন্মধ্যে

সর্বোৎকৃষ্ট হল যা নিজ পরিবারের কাজে, যুদ্ধের ঘোড়া প্রতিপালনে ও মুজাহিদ সাথীর সাহায্যে ব্যয় করে।

হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) স্বীয় সম্পদ হতে পঞ্চাশ হাজার দিনার আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য দান করার ওসিয়ত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রত্যেক মুজাহিদকে এক হাজার দিনার করে দেয়া হয়।

(ইবনে আসাকী)

عن ابى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات ظل فسطاط فى سبيل الله ومنحة خادم فىسبيل الله اوطروقة فحل فى سبيل الله

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ ''উৎকৃষ্ট সদকা ঐ বস্ত্রবাস (মুজাহিদদের থাকার তাবু), গোলাম বা কৈশোর উত্তীর্ণ উট, যা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(তিরমিযী)

একথা সর্বজন জ্ঞাত যে, মুজাহিদের পূর্ণ জীবনই কষ্টকর হিমাদ্রির গিরিপথে,বিজন অরণ্যে ও গহীন জঙ্গলে অতিবাহিত হয়। সেই পর্বত শৃঙ্গে, গহীন অরণ্যে ও মরুপ্রান্তরের নিষ্প্রভ ঠান্ডা ও গ্রীষ্মকালীন তপ্ত উষ্ণতা থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বস্ত্রবাস (তাঁবু)। যারা মুজাহিদদের এই অপরিহার্য বস্তু তাঁবু,শীত-বস্ত্র প্রদানের মাধ্যমে সাহায্যের হাত প্রসার করে বিশেষতই তাদের মর্যাদা অত্যধিক।তদ্রূপ খানা-পিনার ব্যবস্থা করা, বিশ্রামের স্থান বিন্যস্ত করা, আত্মরক্ষা ব্যূহ রক্ষা করা ও পরিখা খননের জন্য এমন কিছু লোকের প্রয়োজন, যারা যুদ্ধের জন্য সক্ষম নয়, তারা মুজাহিদদের এই

অপরিহার্য কর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিবে। অনুরূপ সাওয়ারী ব্যতীত জিহদের ময়দানে গমন সম্ভব নয়,তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যারা স্বতস্ফূর্ত সাহায্য করে, তাদের মর্যাদা অত্যধিক। প্রাচীনকালে সফরের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ও আরামদায়ক বাহন ছিল উট, যা র্বতমান গাড়ীর মাধ্যমে সমাধা হয়। ঘোড়ার চাহিদা পূরণ হয় জঙ্গী বিমানের মাধ্যমে। উল্লেখিত হাদীসে এই তিন শ্রেণীকে উত্তম সদকাকারী বলে নবী (সাঃ)কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে।

এক টাকায় সাত লক্ষ টাকা

হযরত আবু দারদা, আবু হুরায়রা ও আবু উমাম (রাঃ)সহ বহু সাহাবী হুজুর (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য নিজে ঘরে বসে অর্থ সম্পদ প্রেরণ করল, তাকে প্রত্যেক টাকার বিনিময়ে সাত শত টাকা প্রদান করা হবে। আর যে স্বশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করে আপন অর্থ ব্যয় করে, তার প্রত্যেক টাকার বিনিময় সাত লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

অতঃপর নবী (সাঃ) পবিত্র কালামের এই আয়াত পাঠ করেন-

وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তাকে বৃদ্ধি করে দেন।

(ইবনে মাযা)

ব্যাখাঃ উল্লেখিত হাদীসে জিহাদী কার্যে সম্পৃক্ত শ্রেণীর ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

প্রথম শ্রেণী ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য শুধু অর্থ সাহায্য করেছে, শারীরিক কোন কুরবানী পেশ করেনি, সে আপন গৃহে উপবিষ্ট হয়ে প্রতি টাকার বিনিময় সাতশ গুণ সাওয়াব অর্জন করবে।

দ্বিতীয় শ্রেনী ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অর্থ সাহায্যের সাথে সাথে শারীরিক কুরবানীও পেশ করেছে। অর্থাৎ নিজে জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় উপস্থিত হয়েছে আবার অর্থ দ্বারা নিজের ও সাথীদের প্রয়োজন মিটায়, এমন ব্যক্তির জন্য এক টাকার বিনিময়ে সত লক্ষ গুণ প্রধান করা হয়। তবে ইখলাসের আধিক্যও আল্লাহ তাআলার অধিক সন্তুষ্টি কারণে সাওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জিহাদের জন্য সর্বস্ব কোরবানকারী

তাবুক যুদ্ধে দীর্ঘ সফর, ত্রিশ হাজার মুজাহিদের জন্য সুশৃঙ্খল বাহন, পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় আহার্য ও অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবস্থাপনায় নবীউস সাইফ (সাঃ) অত্যাধিক বেচাইন হয়ে পড়েন। বার বার মসজিদে নববীর মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সাহাবা কেরাম (রাঃ)-কে অর্থ সাহায্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সে সংকটময় মুহূর্তেও আনন্দে আত্মহারা। কারণ, আজ তিনি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে অধিক সম্পদ জিহাদের জন্য দান করবেন। নেক কাজে তাঁর এযাবত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর অগ্রে চলা সম্ভব হয়নি। আজ তিনি প্রত্যাশিত সৌভাগ্য লুপে নিবেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সুযোগের সদ্ব্যবহারের অদম্য প্রেরণা নিয়ে আপন গৃহের অর্ধেক সম্পদ নবী চরণে উপস্থিত করলেন। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে ওমর! জিহাদের জন্য কি নিয়ে এসেছ আর গৃহে কি পরিমাণ অবশিষ্ট রেখেছ? উত্তরে ওমর (রাঃ) বললেন, সম্পূর্ণ সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এসেছি বাকী অর্ধেক পরিবারের জন্য রেখে এসেছি। ইতিমধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাঃ) সামান্য সম্পদ নিয়ে হুজুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। ওমর ফারুক (রাঃ)-এর ন্যায় হুজুর (সাঃ)জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর! জিহাদের জন্য কি নিয়ে এসেছ এবং ঘরে কি রেখে এসেছ? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, পুরো সম্পদ নিয়ে এসেছি, গৃহে পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে রেখে এসেছি।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বর্ণনা করেন, তারপর থেকে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেছি যে, পুণ্যের কাজে সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-কে পরাস্ত করা আদৌ সম্ভব নয়।

জিহাদে যাকাত প্রদান

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

''যাকাত কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক, এবং দাসমুক্তির জন্য ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদ কারী মুজাহিদদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এ হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।''

(তাওবা-৬০)

মহান আল্লাহ তাঁর অর্থশালী বান্দাদের যাকাতের বিধান দিয়ে উল্লেখিত আয়াতে তার আটটি খাত (খরচের স্থান) উল্লেখ করেছেন। যাকাত প্রদানের সুস্পষ্ট খাত জিহাদ, যাকে ''ফী সাবীলিল্লাহ'' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। সমস্ত মুসলমানকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য যে, কোন ফকীর, মিসকীনকে যাকাত প্রদান যেমন প্রয়োজন, জিহাদের জন্য যাকাত প্রদান তার চেয়েও অধিক প্রয়োজন কারণ, একজন ফকীর-মিসকিনকে যাকাত প্রদানের দ্বারা একজন মুসলমান উপকৃত ও যাকাত প্রদানের দায়িত্ব আদায় হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে প্রদানের দ্বারা হেফাজতে ইসলাম ও আল্লাহর দ্বীন বুলন্দীর কার্যে ব্যবহৃত হয়, যা পূর্ব থেকে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

জিহাদে অর্থ ব্যয়

কারো অন্তরে এই সংশয় উদয় হতে পারে যে,''ফী সাবিলিল্লাহ'' তো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, কিন্তু এখানে বিশেষ করে জিহাদকে উল্লেখ করা হল কেন? উল্লেখিত সংশয় নিরসনের জন্য নিম্নে বিখ্যাত মুফাসসিরদের নির্ভরযোগ্য অভিমত তুলে ধরছিঃ

১. তাফ্সীরে জালালাইন শরীফের ১৬১(একশ' একষট্টি) পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' দ্বারা ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য, যারা জিহাদী কার্যে নিমগ্ন।

২. তাফ্সীরে কাশ্শাফের দ্বিতীয় খন্ড ৩৮৩ (তিনশ' তিরাশী) পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত দরিদ্র মুজাহিদ ও ঐ হাজী, যার যাতায়াত খরচ ও আহার্য শেষ হয়ে গেছে।

৩. তাফ্সীরে কাবীরের ষোলতম খন্ড ১১৩ (একশ' তের) পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'মুজাহিদ'। ইমাম শাফী (রাহঃ) বলেন, যাকাতের টাকা মুজাহিদকে প্রদান করা হবে চাই সে মুজাহিদ ধনাঢ্য হোক বা দরিদ্র। এই অভিমতের সপক্ষে রয়েছেন ইমাম মালেক, ইমাম ইস্হাক ও ইমাম আবু উবায়দা (রহঃ) প্রমুখ। হযরত ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (রাহঃ) বলেন, ঐ সমস্ত মুজাহিদকে যাকাত প্রদান করা হবে, যারা দরিদ্র।

৪. তাফ্সীরে ইবনে কাছীরের দ্বিতীয় খন্ড ৩৬৬ (তিনশ' ছিষট্রি) পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মুজাহিদ, যার জন্য কোন নির্ধারিত অংশ নেই। ইমাম আহ্মদ, ইমাম হাসান বসরী ও ইমাম ইসহাক (রাহঃ) একটি হাদীসের আলোকে ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' এর মাঝে মুজাহিদের সাথে হজ্ব পালনকারীকেও শামিল করেন।

৫. তাফ্সীরে রুহুল মা'আনীর চতুর্থ খন্ড ১২৩ (একশ' তেইশ) পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত মুজাহিদ ও যোদ্ধা যাদের পথ খরচ সমাপ্ত হয়ে যায়। এ অভিমত কাজী ইমাম আবু ইউসুফ (রাহঃ) এর। ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ) বলেন, ঐ হাজী, যার নিকট পথ খরচ নেই। কারো কারো অভিমত তালেবে ইলমও এতে শামিল হবে। আল্লামা আলুসী (রাহঃ) বর্ণনা করেন,এসম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের যত অভিমত রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টও গ্রহণযোগ্য অভিমত হল আল্লামা জাস্সাস (রাহঃ)-এর আহ্কামুল কোরআনে উল্লেখিত অভিমত। তিনি বলেন, মুজাহিদ আপন গৃহে অনেক দাস-দাসী, বাহন ও সম্পদের অধিকারী, তার জন্য, যাকাত গ্রহণ জায়েজ নয়। কিন্তু এই ব্যক্তি-ই যদি জিহাদের সফরে বস্ত্র, আহার্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতি মুহতাজ হয়, তবে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। আপণ গৃহে অধিক সম্পদ কোন প্রতিবন্ধক হবে না। এ কথার প্রমাণ হল নবী কারীম (সাঃ)-এর বাণী '' বিত্তশালী মুজাহিদ ও গাজীর জন্য যাকাতের মাল হালাল।''

৬. তাফ্সীরে কুরতুবীর অষ্টম খন্ড ১৮৫ (একশ'পঁচাশী) পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, মুজাহিদ, যোদ্ধা ও সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত প্রহরীদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে, চাই সে বিত্তশালী হোক বা দরিদ্র হোক। সমস্ত ওলামা কেরামের অভিমত তা-ই। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) আল্লামা শায়েখ কাশেম (রাঃ) থেকে যায়েদ (রাঃ) সহ অন্যান্যদের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, মুজাহিদকে যাকাতের অর্থ প্রদান কর যদিও তার ময়দানে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং ঘরে অধিক সম্পদশালী হয়। কারণ, এ ব্যাপারে নবী কারীম (সাঃ)-এর হাদীস সুস্পষ্ট '' কোন সম্পদশালী ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা প্রদান করো না, পাঁচ শ্রেণী ব্যতীত। তন্মধ্যে সর্ব প্রথম হল, আল্লাহর পথের গাজী।'' আল্লামা ইবনে ওহাব (রাহঃ) ইমাম মালেক (রাহঃ) থেকে

বর্ণনা করেন, যাকাতের সম্পদ ঐ সমস্ত মুজাহিদ ও পাহারাদারদের প্রদান করা যাবে, চাই সে ধনী হোক বা গরীব।

৭. তাফসীরে ক্বাশেমী (রাহ:) এর অষ্টম খন্ডে উল্লেখ রয়েছে , উল্লেখিত আয়াতে মুজাহিদদের অর্থ প্রদানকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ঐ সব মুজাহিদ, যারা অর্থের অভাবে জিহাদ করতে অক্ষম। ইবনে কাসীর (রাহঃ) ইবনে দাক্বীকুল ঈদ (রাহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যেখানে শুধু ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' শব্দটি জিহাদের জন্য এত অধিক পরিমাণ ব্যবহৃত হয়, সেখানে জিহাদই উদ্দেশ্য হয়।এই শব্দটি জিহাদের জন্য এত অধিক পরিমাণ ব্যবহৃত হয়েছে যে, শব্দটি জিহাদের জন্য খাছ হয়ে গেছে।

৮. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন ৪০৪ (চারশ' চার) পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, জিহাদরত মুজাহিদকে যাকাত প্রদান জায়েজ। চাই সে মুজাহিদ আপন গৃহে অধিক সম্পদের অধিকারী হোক না কেন।

৯. তাফসীরে উসমানীর ২৫৪ (দুইশ'চুয়ান্ন) পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ ইত্যাদিতে অর্থ সাহায্য করা।

১০. তাফ্সীরে জাওয়াহেরুল কুরআনের ৪৪২ (চারশ'বিয়াল্লিশ) পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত দরিদ্র মুজাহিদ ও হাজী, যাদের পথ খরচ সমাপ্ত হয়ে যায় এবং যারা তালেবে ইলম।

১১. তাফ্সীরে মা'আরেফুল কুরআনের ৪০৭/৮ (চারশ' সাত ও আট) পৃষ্ঠায় মুফ্তী শফী সাহেব (রাহঃ) এক আকর্ষণীয় বর্ণনা উল্লেখ করেন, যা অতি সংক্ষেপে আমি এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন,যে ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' শব্দের অর্থ অতি

ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী ''ফী সাবীলিল্লাহ্র'' অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কুরআনকে বুঝতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকে ও যাকাতের ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোন না কোন দিক দিয় নেক আমল কিংবা এবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কুপখনন, পুল ও সড়ক তৈরী করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যাকাতের ব্যয় খাত সাব্যস্ত করছেন, যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমা পরিপন্থী। সাহাবায়ে কেরাম যারা কুরআনকে সরাসরি রাসূলে কারীম (সাঃ) থেকে অধ্যায়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাঁদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের যত রকম তাফসীরে এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে, তাতে এ শব্দটিকে হজ্বব্রতী ও মুজাহিদীনের জন্য নিদিষ্ট করে সাব্যস্ত করা হয়।

১২. বিখ্যাত ফেকাহ্ গ্রন্থ হিদায়ার দুইশত পাঁচ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' দ্বারা উদ্দেশ্য, ইমাম আবু ইউসুফ (রাহঃ)-এর নিকট ঐ সমস্ত মুজাহিদগণ, যারা জিহাদের সফরে অক্ষম অর্থের অভাবে। কেননা, যখনই শুধু ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তার দ্বারা মুজাহিদকেই বুঝায়। সারাংশ হল উল্লেখিত অভিমতগুলো দ্বারা চারটি বিষয় সুস্পষ্ট দৃশ্যমান হয়।

জিহাদে অর্থ ব্যয়

১. শরয়ী পরিভাষায় ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' তথা আল্লাহর রাস্তা বলতে জিহাদ ও মুজাহিদই উদ্দেশ্য।

২. যাকাতের একটি উল্লেখযোগ্য ও উৎকৃষ্ট খাত হল মুজাহিদ ও জিহাদের রাস্তা।

৩. জুমহুর ওলামাদের নিকট উল্লেখিত আয়াতে ''ফী সাবীলিল্লাহ্'' দ্বারা মুজাহিদ উদ্দেশ্য। তবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ) একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ করে মুজাহিদদের সাথে হজব্রতী ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৪. জুমহুর ওলামাদের নিকট মুজাহিদ চাই ধনবান বা দরিদ্র হোক গৃহে বা জিহাদের পথে হোক যাকাতের হক্বদার হবেই। শুধু ওলামায়ে আহনাফগণ মুজাহিদের সাথে দরিদ্রতার শর্তারোপ করেছেন। জমহুর ওলামাগণ এ জাতীয় কোন শর্তই গ্রহণ করেন না। কেননা, ফকির ও মিসকীন স্বতন্ত্র খাত, মুজাহিদদের জন্য যদি ফকির- মিসকীন শর্ত হয়, তবে এ দু'টি খাত উল্লেখ করার পর পুনরায় মুজাহিদদের খাত বর্ণনা করা নিস্পয়োজন নয় কি? তাছাড়া হযরত আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস উল্লেখ করেন, নবী কারীম (সাঃ) বলেনঃ কোন ধনবান ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়, কিন্তু পাঁচ শ্রেণীর জন্য জায়েজ। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী আল্লাহর রাস্তায় গাজী ও মুজাহিদ। এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুজাহিদ সম্পদশালী হওয়া যাকাত গ্রহণ করার কোন প্রতিবন্ধক নয়।

মুজাহিদকে সজ্জিত করে পাঠানো ও মুজাহিদের গৃহ রক্ষার ফযীলত

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আপন ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা বুঝ।"

(সফ্ফ- ১০- ১১)

দ্বীনে ইসলামকে সমস্ত বাতিল ধর্ম-মতবাদের উপর বিজয় করা মহান আল্লাহ পাকের কাজ, কিন্তু মানবের উপর ফরয হল ঈমানের উপর দৃঢ়পদ থেকে জান, মাল দ্বারা জিহাদ করা। এটাই মানবের জন্য একমাত্র ঝুঁকিমুক্ত বাণিজ্য। ক্ষণিকের এই লিলাভূমিতে মানুষ আপন সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে অসংখ্য বাণিজ্য করে থাকে। যদি সে বাণিজ্য ফলদায়ক হয়, তবে স্বপরিবারে অভাবের তিক্ত বৈরিতা থেকে মুক্ত থাকে। অন্যথায় উভয় পারে নিঃস্ব-দরিদ্রতার তিমিরে বিলুপ্ত হয়ে যায় জীবন প্রদীপটি। পক্ষান্তরে মুমিনের নিষ্ঠ বানিজ্য কেবল দুস্থ্তাই নিরসন করেনা বরং প্রতিদান দিবসের রিক্ততা ও দহন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দান করে। বিবেকবান মুমিনের সুষ্ঠ বিবেচনা এই যে, এ নশ্বর ভূমিতে নিরলস নিষ্ঠাময় সর্বোৎকৃষ্ট বাণিজ্যই হল পর পারে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে চির শান্তির নিকেতন জান্নাত অর্জন করা।

(তাফসীরে উসমানী-৭৩২)

উল্লেখিত আয়াত ও তাফসীরের দ্বারা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, জিহাদ উভয় জাহানের জন্য একটি শতভাগ নিশ্চিত

সাফল্যময় বাণিজ্যে। দুনিয়াতে ইসলাম ও মুসলমানের বিজয় সুচিত হয়। আর আখেরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ হয়। এই সফলতা কেবল অলীক সম্ভাবনা ও দ্বিধা অনিশ্চয়তার উৎস প্রণয়ন করলে চলবে না বরং ঐ পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা শাহ্ ইসমাইল শহীদ (রাহঃ) আপন হস্তলিপিতে উল্লেখ করেন। একদা জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! ইমামুল হুমাম সায়্যেদ আহমদ শহীদ ব্রলভী এত ক্ষুদ্র জামাতের মাধ্যমে কিরূপ লাহোর, কলিকাতাসহ পূর্ণ উপমহাদেশ বিজয়ের সংকল্প করেন? প্রতি উত্তরে আমি বললাম, সংখাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের আধিক্য ও অতুলনীয় আন্তরিকতা একল্পেই প্রচেষ্টা করে থাকে যে, ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমান্বয়ে উচ্চতার শীর্ষে উপনীত হোক। আন্তরিক এই প্রত্যাশা খড়-কুটার ন্যায় ভেসে যাবার নয়। কারণ, ঐশী বিধি চির বিদিত মানব যাতে সর্বস্ব প্রচেষ্টা করে ক্ষণিকের তরে কিঞ্চিত হলেও তার লক্ষে উপনীত হতে পারে। তাইতো দেখা যায়, সকল পরাশক্তির সূচনা দুর্বল কমজোর থেকেই হয়েছে। প্রথমে এককভাবে বা ক্ষুদ্র জামাতবদ্ধ হয়ে মাথা উচু করে। কিন্তু প্রচেষ্টা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে জামাত বৃদ্ধি হতে থাকে এক পর্যায়ে বড় বড় রাজা-বাদশাহ্দের প্রভাব প্রতিপত্তিকে ছিন্ন করে শীর্ষত্ব ছিনিয়ে নেয়। কি অনাচারী ধারণা তোমার যে, দুনিয়ার স্বার্থে ক্ষমতার মোহে যারা প্রচেষ্টা করে, তাদের বিজয় ও সাহায্যের কথা অতি সহজেই বিবেক সমর্থন করে নেয়। কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। পক্ষান্তরে যদি দ্বীনের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত পথে একনিষ্ঠ চিত্তে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে বিজয় ও সাহায্যকে দূরে এমনকি অসম্ভব পর্যন্ত মনে করা হয়। হিম্মতের সাথে প্রচেষ্টাকারীদের সামনে অসংখ্য অলীক ভিত্তিহীন প্রশ্নের পাহাড় স্থাপন করা হয়। সহায়তার পরিবর্তে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এই মহৎ কার্য থেকে বিরত রাখা হয়। এ পর্যয়ের কাজ কোন রাসূলপ্রেমিক ও সাহাবী অনুসারীদের হতে

পারে না। কারণ, রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের তো অভ্যাস ছিল, কোন জরুরী কারণে জিহাদে অংশ নিতে না পারলে আক্ষেপের সাথে, মনে ব্যাথা নিয়ে যুদ্ধে গমনকারী মুজাহিদের বিদায় দিতেন এবং আমানতদারীর সাথে দায়িত্ব মনে করে মুজাহিদের গৃহ পাহারা দিতেন, পরিবারের প্রয়োজন মেটাতেন। উপমাস্বরূপ কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) একদা যুদ্ধে গমনকারী অকুতোভয় মুজাহিদদের সম্মুখপানে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের মনোরঞ্জনের লক্ষে নবী কারীম (সাঃ) জান্নাতুল বাকী পর্যন্ত গিয়ে মহান প্রভূর শাহী দরবারে মুজাহিদদের প্রতি সাহায্য ও বিজয়ের মিনতি করে, সেনাদলকে প্রভূর মুবারক নামে যাত্রা শুরুর আদেশ দিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, হুজুর (সাঃ)-এর পবিত্র বৈশিষ্ট ছিল, যখন কোন জীবনোৎসর্গকারী সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য গমন করত, তাদের সাথে নবী কারিম (সাঃ) বিদায়ের উপত্যকা পর্যন্ত পৌছে বলতেন, তোমাদেরকে দ্বীন সংরক্ষণের জন্য প্রভূর হাতে অর্পন করছি। এ ক্ষেত্রে তোমাদের চুড়ান্ত কার্য কেও প্রভূর হাতে সোপর্দ করছি।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমাদের এক যুদ্ধ গমনকারী মুজাহিদদের বিদায়কালে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, আমার নিকট তো কোন অর্থ সম্পদ নেই, যার মাধ্যমে আমি তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আমি নবী কারীম (সাঃ) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলাকে যে জিনিস আমানত হিসাবে প্রদান করা হয়, তার সংরক্ষণ আল্লাহ তা'আলাই করে থাকেন। বিধায় আমি তোমাদের কর্ম সম্পূর্ণ আল্লাহর নিকট অর্পন করে দিচ্ছি।

(নাসাই শরীফ)

জিহাদে অর্থ ব্যয়

হযরত সাহাল বিন মায়াজ (রাঃ) আপন পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা আছে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট আমার নিকট জিহাদে গমনকারী মুজাহিদদের বিদায় দেয়া এবং সকাল-সন্ধা সাওয়ারীর মাধম্যে তাদের সাহায্য করা।

হযরত ইবনে আসাকির (রাহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মুজাহিদকে ঘোড়া দ্বারা সাহায্য করে জিহাদের পথে প্রেরণ করে এবং নিজে ঘরে অবস্থান করল, আল্লাহ তা'আলা তাকেও ঐ পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করবেন, যে পরিমাণ সাওয়াব ময়দানে সময় অতিক্রান্ত করেছে। যতক্ষণ ঘোড়া থাকবে, ততক্ষণ সাওয়াব হতেই থাকবে। আর যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য তলোয়ার প্রদান করে, কিয়ামতের দিবস সে তলোয়ার লম্বা যবানের আকৃতি ধারণ করে বলতে থাকবে, সাবধান! আমি অমুকের ছেলে অমুকের তলোয়ার, আমি তার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করে এসেছি। যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে পোষাক দ্বারা সাহায্য করবে, কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতের পোষাক পরিধান করানো হবে, যার রং প্রতিদিন পরিবর্তন হতে থাকবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদা তিনি সৈন্যদলকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে দিচ্ছিলেন, এক পর্যায়ে তিনি কৃতজ্ঞতাবনত হয়ে বললেন, সমস্ত প্রসংশা ঐ স্বত্তার, যিনি তাঁর পথে আমার পদদ্বয়কে ধুলি ধূসরিত করেছেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা শুধু এগিয়ে দিচ্ছি,(এতে ধুলি-ধুসরিত দ্বারা ফায়দা কি?) সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বললে, আমরা তাদেরকে সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করে প্রেরণ করছি এবং তাদের জন্য সর্বদাই দোয়া করছি।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদল দুর্জয় খোদার সেনানীকে সজ্জিত করে পাঠাচ্ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন পায়ে

হেঁটে সৈন্যদলের সাথে সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন সিপাহীদের পক্ষ হতে অনুরোধ হল,হে রাসূল (সাঃ)-এর খলিফা! আপনি সাওয়ারীতে আরোহন করে নিলে অত্যন্ত ভাল হত। প্রতি উত্তরে সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বললেন, হে খোদার নির্ভীক সৈনিকেরা! আমি চাচ্ছি আল্লাহর পথে মুজাহিদদের সাথে পায়ে হেঁটে ধুলি ধূসরিত হওয়ার সাওয়াব সঞ্চয় করে নিব।

সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

মুসাইলামাতুল কাজ্জাব, আসওয়াদ আনাসী ও তোলায়হার ন্যায় অসংখ্য মিথ্যা নবীর উৎপাৎ থেকে মুক্ত হয়ে এবং অভিশপ্ত যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদদের মূলোৎপাটন করে আমীরুল মুমিনীন সিদ্দীকে আকবার (রাঃ) রোম অভিমুখে মুসলিম সেনাবাহিনী পাঠানোর প্রতি মনোনিবেশ করেন।তিনি তাঁর পরিপক্ক বীরত্বকে রুমীয়দের মোকাবেলায় নিবিষ্ট করতঃ মহান এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত সাহাবাদের সংঘবদ্ধ করে এক অগ্নিঝরা ভাষণ দিলেন, যা সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে উল্লেখ করছি।

হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দ্বারা তোমাদের মর্যাদা ও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিষ্যত্ব দান করেছেন এবং ঈমানের মত অমূল্য সম্পদ দ্বারা প্রাচুর্য ও সুনিশ্চিত বিজয় প্রদান করেছেন। হে বিজ্ঞ সাথীরা! তোমাদের জান প্রদানকারী জিহাদের মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা লাভ হয়েছে, নবী কারীম (সাঃ)-এর সেই জিহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রোম বিজয়। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি বন্ধুর সান্নিধ্যে পাড়ি দিয়েছেন। আজ আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য নবী কারীম (সাঃ)-এর সেই মিশনকে বাস্তব রূপ দেয়া।তাই আমি রাসূল (সাঃ)-এর ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বণী " আমাকে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম তথা রোম-পারস্য প্রদর্শন করানো

হয়েছে, অচিরেই এগুলো আমার সাহাবীদের হস্তগত হবে'' কে সম্ভব করে রোম বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করছি। তোমরা বল, তোমাদের কি ইচ্ছা? প্রতি উত্তরে সকলেই বললেন! আমীরুল মুমিনীন! আপনি আদেশ করুন, আমরা পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি। তাদের দ্ব্যর্থহীন দৃঢ়তায় উৎফুল্ল হয়ে মহান প্রভূর দরবারে সাফল্যের প্রার্থনা করে বললেন, যে জাতি জিহাদকে পরিত্যাগ করে, তারা ধরার বুকে লাঞ্ছিত-অপদস্ত অবস্থায় জীবন যাপন করে।

সেনাপতির প্রতি সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর মূল্যবান উপদেশ

১. গমনকালে খুব দ্রুত পথ চলনা, যাতে মুজাহিদগণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

২. আপন কল্যাণকামী বন্ধুদের সাথে পরামর্শ কর।

৩. সর্বদা সুবিচার করা জুলুম থেকে বিরত থেক। কেননা, দয়াময় আল্লাহ্ জালেমদের সাহায্য ও বিজয় দান করেন না।

৪. কোনভাবেই শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

৫. শত্রুর উপর বিজয় অর্জিত হলে অসহায় শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের হত্যা করবে না এবং অকারণে গবাদি পশু ও বৃক্ষসমূহ ধ্বংস করবে না।

৬. যদি শত্রুর সাথে অঙ্গীকার বা সন্ধিবদ্ধ হও, তবে অঙ্গীকার ও সন্ধিবিরোধী কর্মে লিপ্ত হয়ো না।

৭. তোমাদের চলার পথে কিছু পুরোহিত ও বৈরাগীর সাক্ষাৎ মিলবে, যারা আপন গৃহে বসে উপসনায় লিপ্ত রয়েছে। তাদেরকে বিরক্ত করো না।

৮. সর্বদা আল্লাহকে ভয় কর, সমস্ত কাজ তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষে কর।

৯. সাথীদের সাথে স্নেহ ও ঔদার্য্যপূর্ণ ব্যবহার করো, দূরের ভ্রমণে সাথীদের পুরোপুরি খোঁজ-খবর নিও।

১০. নামায মস্ত বড় হাতিয়ার। সময় মত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আজান দিয়ে নামায আদায় করবে এবং সাথীদের কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব প্রদার করবে।

১১. আপন নেতৃত্বের উপর গর্ব অহংকার করো না, অধীনদের যথার্থ মূল্যায়ন করবে, নিজেকে অধিনায়কের স্থলে সর্বদা সাধারণ সৈনিক মনে করবে।

১২. সৈন্যাধিক্যের কারণে এই সংশয়ে পতিত হয়ো না যে, আবু বকর আমাদের মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রবল হিম্মদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। আমাদের অল্প সংখ্যকই বড় বড় দাম্ভিকদের দর্প চূর্ণ করে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করেছে। স্মরণ রেখ, বদর-খায়বরসহ অন্যসব বিজয়ের কথা।

১৩. রাষ্ট্রদূত, প্রতিনিধি ও পত্র বাহকের কথা নিজে শ্রবণ করবে, অন্যের উপর ন্যস্ত করবে না।

১৪. দুশমনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখ, কোন কর্মেই হট্টগোল ও অতিরঞ্জিত কর না।

১৫. কোন সাথীকে শাস্তি প্রদানকালে বেশী কঠোরতা করো না, আবার এমন মুক্ত করে দিয়ো না, যে তোমার উপর বীরত্ব প্রকাশ করে। কোন সাথীর অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা করো না।

১৬. মুজাহিদদেরকে উপদেশের প্রয়জন হলে অত্যন্ত সল্প শব্দে কর। প্রত্যেক সৈন্যদলকে অপর দল দ্বারা হেফাজত করবে।সর্বশেষ যাদের প্রতি অত্যাধিক আস্থা হয়, তাদেরকে নিজের হেফাজতের জন্য রাখবে।

১৭. দুশমনের মুকাবেলায় দৃঢ়পায়ে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিবে, পিষ্ঠ প্রদশনের চিন্তাটুকুও কর না। কারণ সেনাপতির চিন্তা সাধারণ সৈনিকের উপর কাপুরুষতার পাহাড় চেপে দেয়।

জিহাদ ফান্ডে দান করার সাওয়াব

হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহ্‌হানি (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে সরঞ্জাম দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে প্রেরণ করে, সে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর ন্যায়। আর যে জিহাদে গমনকারী মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনা করে, সেও জিহাদে অংশগ্রহণকারীর ন্যায়।

(বুখারী-মুসলিম)

মুজাহিদের সন্তানদের প্রতি-পালন, স্ত্রীর ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণসহ পণ্যদ্রব্য ও গৃহকে আত্মসাৎ থেকে হেফাজত করাকে উত্তম দেখাশোনা বলে। কেউ এরূপ করলে তাকে মুজাহিদের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে সরঞ্জাম-সজ্জিত করে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে প্রেরণ করে, সে আপন অর্থ ব্যয়ের পূর্ণ সাওয়াব লাভ করবে।

(আবু দাউদ)

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সাঃ) বনী লিহ্‌ইয়ার সন্নিকটে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে ঘোষণা করিয়ে দেন যে, প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্য হতে একজন জিহাদের জন্য বের হলে উভয়েরই সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ হবে। অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন, প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্য হতে একজন জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়! অতঃপর নবী কারীম (সাঃ) গৃহে উপবিষ্টদের আদেশ দিলেন যে,তোমরা তোমাদের জিহাদে গমনকারী ভাইদের সন্তান ও সম্পদের পূর্ণ

সংরক্ষণ কর, তবে গমনকারীর অর্ধেক ফযিলত অর্জন করতে পারবে।

হযরত মা'আজ বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে সরঞ্জামে সজ্জিত করে যুদ্ধে প্রেরণ করে এবং গৃহ সংরক্ষণ করে, সে সাওয়াবের ক্ষেত্রে আমার (নবীর) সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীর ন্যায়। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত ওমর ফারক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের সরঞ্জাম ব্যবস্থার পূর্ণ জিম্মাদার হয়ে যায়, তাকে মুজাহিদ গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অর্জিত সমস্ত সাওয়াবের সম পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে।

হযরত ওমর ফারক (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুজাহিদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল, কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ তার জন্য আরশের নীচে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে সরঞ্জামে সজ্জিত করে দুশমনের মোকাবেলায় প্রেরণ করে, তাকে মুজাহিদের সমান সাওয়াব প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে একটি অট্টালিকা প্রদান করবেন।

মুজাহিদদের সার্বিক সহযোগিতার ফযীলত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাহল (রাঃ) বলেন,আমার পিতা সাহল (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীকে সাহায্য করল বা কোন দরিদ্র মুজাহিদকে আর্থিক সাহায্য করল, অথবা মুকাতবকে মুক্তির ব্যবস্থা করল, ক্বিয়ামতের কঠিন অবস্থায় যখন কোন ছায়া থাকবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী কারীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! সর্বোৎকৃষ্ট সদকা কোন্‌টি? নবী কারীম (সাঃ) বললেন, যুদ্ধের ময়দানে আপন সাথীর খেদমত করা উৎকৃষ্ট সদকা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, উৎকৃষ্ট সদকা কোন্‌টি? নবী কারীম (সাঃ) বললেন, যুদ্ধের ময়দানে আপন সাথীর খেদমত করা উৎকৃষ্ট সদকা। আমি আবার জিজ্ঞেসা করলাম, উৎকৃষ্ট সদকা কোন্‌টি? নবী কারীম (সাঃ) বললেন, যুদ্ধের ময়দানে আপন সাথীর ঘুড়ীর প্রজনন কার্যে ঘোড়া প্রদান করা উৎকৃষ্ট সদকা। (সাথীর সবচেয়ে নিচু পর্যায়ের খেদমত, তাও নিজের হাতে নয়, বরং ঘোড়া দ্বারা যেহেতু প্রজনন কাযের্র দ্বারা ঘুড়ীর বাচ্চা হবে ও দুধ হবে, যা মুজাহিদ সাথীর জন্য জিহাদের ময়দানে অতি প্রয়োজন, তাই ঘোড়া দ্বারা প্রজনন কার্যকেও হাদীসে পাকে উৎকৃষ্ট সদকা বলা হয়েছে।)

জিহাদে অর্থ ব্যয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমার নিকট বার বার হজ্ব করার চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য লাঠিসম ছোট একটি অস্ত্র প্রদান করা।

(ইবনে মুবারক)

উল্লেখিত হাদীসটিকে ইমাম তাবরানী (রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমার নিকট আল্লাহর পথে লাঠিসম অস্ত্র প্রদান করা ফরয হজ্বের পর সমস্ত নফল হজ্ব থেকে উৎকৃষ্ট।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মুজাহিদ সাথীদের খেদমত করে, সে আপন সমস্ত সাথীদের থেকে এক 'ক্বিরাত' পরিমাণ বেশী ছাওয়াবের অধিকারী হবে। উল্লেখ্য যে, যখন নবী কারীম (সাঃ) কাউকে সাথীদের খেদমত করতে দেখতেন,তখন তার জন্য অধিক পরিমাণ দোয়া করতেন।

মুজাহিদের জন্য রুটি তৈরীর ফযীলত

একদা নবী কারীম (সাঃ) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, যে মুজাহিদের রুটি ও খানা পাক করছিল। আগুনের তাপে তার শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল। তাকে লক্ষ করে নবী কারীম (সাঃ) বললেন, এই ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুণ কখনো স্পর্শ করবে না।

সুলতান নূরুদ্দীন (রাহঃ) স্বীয় গ্রন্থ ''আল-জিহাদে'' উল্লেখ করেন যে, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সাঃ)

ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একদিন মুজাহিদদের খেদমত করবে, তার আমলনামায় দশ হাজার বছরের নফল ইবাদতের সাওয়াব লিখা হবে।

মুজাহিদের সরঞ্জাম বহন করা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মানুয়ের প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতিদিন সদকা করা জরুরী। এই সদকা প্রদানের সহজ পথ হল, জিহাদের পথে একে অপরের সাহায্য করা, নিজ আরোহীর উপর অন্যকে তুলে নেয়া, সম্ভব না হলে অন্তত তাঁর সরঞ্জামগুলো বহন করে তাকে সাহায্য করা। (মুজাহিদদের সাথে) উত্তম ব্যবহার করা, উত্তম কথা বলাও সদকা। (জিহাদের জন্য) পথপ্রদর্শন করাও সদকা এবং নামাযে গমনকালে প্রতি কদমে অঙ্গের সদকা হয়ে থাকে।

(বোখারী শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমার প্রিয়জন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর সাথে (জিহাদের) সফরে ছিলাম, যে আমার সেবায় নিমগ্ন হলো। সে বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিল । হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর (সাঃ)-কে আনসারদের খেদমত করতে দেখেছি বিধায় আমিও যত আনসারকে দেখব, সাধ্যানুযায়ী তাদের পূর্ণরূপে খেদমত করব।

(বোখারী-শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী কারীম (সাঃ)-এর (সরঞ্জাম বহনের) খেদমত করতে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করি। খাইবার বিজয়ের পর হুজুর (সাঃ) খাইবার থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে ওহুদ পাহাড়ের নিকট এসে বললেন, এটা এমনই এক পাহাড়, যাকে আমরা ভালবাসি এবং সেও আমাদেকে ভালবাসে।

উল্লেখিত হাদীসগুলো বাহ্যত যদিও ব্যাপক অর্থবোধক; কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের সম্রাট ইমাম বোখারী (রাহঃ) হাদীসগুলোকে জিহাদের অধ্যায়ে উল্লেখ করে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে, এগুলো জিহাদের জন্যই বিশিষ্ট।

মুজাহিদদের জন্য রোজা ভঙ্গ করা

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ)-এর সাথে একদা এক জিহাদী সফরে যাচ্ছিলাম। আমাদের মধ্য হতে একদল ছিল রোজাদার। অপর একদল রোজা রাখেনি। এক স্থানে অবস্থানের জন্য কাফেলা থেমে অবতরণ করলে অত্যাধিক গরমের কারণে রোজাদারগণ শুয়ে পড়লেন। সেদিন রোজা ভঙ্গকারীগণই সমস্ত সাওয়াব অর্জন করে নিয়েছে।

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রোজা যদি জিহাদের কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তবে তার জন্য রোজা কাজা করার বহু সুযোগ হবে। পক্ষান্তরে মুসলমান পরাস্ত হলে রোজা তো যাবেই, মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে, এমন কি মুসলিম এলাকাসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে।এক হাদীসে বর্ণিত আছে, খন্দকের যুদ্ধে হুজুর (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম তিন ওয়াক্ত নামাজ কাজা করে রণক্ষেত্রে অবস্থান করেছেন। এই ঘটনার দ্বারাও জিহাদের গুরুত্ব প্রতিয়মান হয়। মুজাহিদগণ কাফেরদের মুকাবেলায় কিরূপ নামায আদায় করবে, তার সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে পাকে উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা শত শত আমলের মাঝে পরিবর্তন করে দিয়েছেন, কিন্তু জিহাদের মাঝে সামান্যতম পরিবর্তন করেননি। যেমনঃ- মুজাহিদগণ বিশাল মরু প্রান্তর ভ্রমণ করার সময় অজুর পানি সংগ্রহ করা দুস্কর হয়ে পড়বে। মরুচারী মুজাহিদদের প্রতি লক্ষ করে অজুর বিধানের স্থানে তায়াম্মুমের বিধান নাযিল করেছেন।

অনুরূপ যুদ্ধের ময়দানে শহীদকে গোসল দেয়া মারাত্মক কঠিন ব্যাপার।যুদ্ধ চলাকালে শহীদকে গোসল দিতে গেলে যুদ্ধ কার্যে ব্যাঘাত ঘটবে, এই আশংকায় আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করে দিয়েছেন। সাথে সাথে কাফনের ব্যবস্থা করা ও কবর খনন করা মুজাহিদদের কাজে ক্ষতি হতে পারে বিধায় আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই মুজাহিদদেরকে কাফনহীন অবস্থায় এক সাথে একাধিক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করার সুযোগ করে দিয়েছেন।এই সমস্ত কিছুই জিহাদের বরকত।

মুজাহিদকে পানি পান করান

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মুজাহিদগণের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট ঐ মুজাহিদ, যিনি সাথীদের খেদমত করেন। অতঃপর সর্বোৎকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি,যে অতি উত্তম জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তার পর উৎকৃষ্ট রোজাদার। (অতঃপর রাবী বলেন) যে ব্যক্তি মুজাহিদ সাথীকে এক মশক পানি পান করাল, সে জান্নাতে সত্তুর দরজা আগে চলে যাবে।

(তবরানী ও ইবনে মাজা শরীফ)

মুজাহিদ প্রস্তুত না করার পরিণতি

হযরত আবু উমামা (রাঃ) কতৃক বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে, ব্যক্তি জিহাদে অংশ নেয়নি বা কোন মুজাহিদকে সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করেনি কিংবা মুজাহিদ পরিবারের খবরা-খবর রাখেনি, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বেই তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

(আবু দাউদ)

এই হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জিহাদের কোন না কোন কার্যে শরীক থাকা জরুরী, অন্যথায় আল্লাহর পক্ষ হতে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে, আখেরাতে তো জাহান্নামের ভয়াবহ আজাবের মাধ্যমে, আর দুনিয়াতে মালাউন কাফেরদের বিজয়ের মাধ্যমে।

ধ্বংসের প্রকৃত কারণ

''আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না''

(বাক্বারা- ১৯৫)

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তাফসীরে কুরতুবীতে সর্বোত্তম পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা উল্লেখ রয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রাহঃ) আবু আয়ূব আনসারী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আয়াতটি জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে হাত দ্বারা পূর্ণ মানব বুঝানো হয়েছে। তিনি প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমীজির একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হাদীসটি নিন্ম রূপঃ

হযরত আবু ইমরান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রোমের একটি শহরে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ বিশাল এক রোমান বাহিনী মুসলমানদের মুখোমুখী অবস্থান নিল। মুসলমান মুজাহিদগণও প্রস্তুত। ইত্যবসরে হঠাৎ এক যুবক মুজাহিদ একাকী শত্রুর উপর আক্রমণ করে তাদের সম্মুখভাগের সকল কাতার চূর্ণ করে দুশমনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। মুসলমানদের কণ্ঠে চীৎকার ধ্বনি বেরিয়ে এল। কেউ কেউ এই আয়াতের প্রতি লক্ষ করে

বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ' যুবক নিজেকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করেছে।মুজাহিদদের এই উক্তি শুনে হযরত আবু আয়ূব আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হে লোক সকল! তোমরা আয়াতের এরূপ ভূল ব্যাখ্যা করছ কেন? তোমরা কি জান না, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, আমরাই এর ব্যাখ্যা উত্তম রূপে জানি। তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর আমাদের মধ্যে কারো কারো অন্তরে কল্পনা হলো জিহাদের আর প্রয়োজন কি? আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি।এ প্রসঙ্গেই এই আয়াত টি নাযিল হয়েছে।

এতে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের দ্বারা জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ। তাইতো হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) সারা জীবনই জিহাদ করেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাধিস্ত হন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ইক্‌রামা (রাঃ) হযরত মুজাহিদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ বর্ণনা করেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হল, তোমরা জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় বন্ধ করে নিজেদের ধ্বংস নিশ্চিত করো না। যখনই কোন মুজাহিদ জিহাদের জন্য অর্থ চায়, তৎক্ষণাত সাধ্যানুযায়ী অর্থ দিয়ে দাও।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরো বর্ণনা করেন, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে থাক, যদিও তোমাদের নিকট শুধু একটি তীর বা তলোয়ার থাকুক।

হযরত সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় কর যদিও একটি রশিই হোক। অর্থ ব্যয়ের মত আমার সমর্থ নেই বলে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, একদা হুজুর (সাঃ) সকলকে জিহাদে যাওয়ার জন্য আদেশ করলেন। আদেশ শুনে কিছু গ্রাম্য ব্যক্তি হুজুর (সাঃ)-এর দরবারে এসে আবেদন

করল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমরা কিভাবে জিহাদে যাব? (আল্লাহর শপথ) আমাদের নিকট সফর সামগ্রী ও যুদ্ধের কোন সরঞ্জাম নেই। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করে ধনীদের আদেশ করেছেন, তারা যেন দরিদ্র মুজাহিদের সাহায্য করে জিহাদের পথে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। অন্যথায় মুজাহিদদের সংখ্যা কমে যাবে আর এই সুযোগে কাফেররা অনায়াসে বিজয় লাভ করে ফেলবে।

এতো ছিল সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা। এবার নিম্নে কিছু বিখ্যাত আকাবের মুফাস্সিরদের বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে। বিখ্যাত তাফ্সীর গ্রন্থ তাফ্সীরে শাইখুল হীন্দে উল্লেখ রয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে থাক। জিহাদ পরিহার করে নিজেদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।জিহাদের জন্য অর্থ সাহায্য বন্ধ হলে শত্রু প্রবল শক্তিশালী হয়ে যাবে আর তার মোকাবেলায় মুসলমান অপারগতার পরিচয় দিবে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রাহঃ) বলেন, জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় কর। জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় থেকে বিরত হয়ে নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। যদি তোমরা জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় না কর, তবে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে আর কাফের সবল হয়ে যাবে।

(তাফ্সীরে উসমানী-৩৮)

যুগ সংস্কারক মাওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্ আব্দুল কাদের (রাহঃ) বর্ণনা করেন, তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করে আপন গৃহে বসে থেকো না। কারণ, তোমাদের ধ্বংসের প্রকৃত উৎস তা-ই।

মুফ্তী শফী (রাহঃ) বলেন, জিহাদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা ফরয। এ আয়াত থেকেই ফোকাহায়ে কেরাম মাসআলা বের করেছেন যে, ফরয যাকাতের সাথে সাথে অন্য

অন্য সদকাও ফরয করা হয়েছে। তবে তার জন্য কোন সময় বা পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যখন যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, তার ব্যবস্থা করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয হয়ে যায়। এই প্রকার ব্যয়ের সর্বোৎকৃষ্ট হলো জিহাদের পথে ব্যয় করা।
(মাআরেফুল কুরআন- ১ম খন্ড ৪৭৩)

মূল কথা, মুফাস্‌সিরগণের তাফসীর দ্বারা দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

১. জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করা প্রতিটি মুসলমানের উপর প্রয়োজন সাপেক্ষে ফরয। চাই তা যাকাত-ফেতরা থেকে প্রদান করা হক বা অন্য কোন সম্পদ থেকে।

২. খোদাদ্রোহীদের মোকাবেলায় প্রচন্ড যুদ্ধে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করা এবং দুশমনের দাম্ভিকতার পতন ঘটিয়ে গাজীর গৌরবজনক উপাধীতে ভূষিত হওয়া উত্তম। এ গুলোর বাস্তবায়ন অর্থ ব্যতীত হয় না।

আপন পায়ে কুঠারাঘাত

কৃপণতা শরীয়ত ও জাগতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজ। কৃপন ব্যক্তি দুনিয়ার সকল মানবের নিকটই ঘৃণা-ধিক্কারের পাত্রে পরিণত হয়। সাথে সাথে চিরস্থায়ী শান্তি নিকেতন জান্নাত থেকেও বঞ্চিত হয়। বিশ্ব নন্দিত কবি আল্লামা শেখ সা'দী (রাহঃ) বর্ণনা করেনঃ

কৃপণ যদি দুনিয়াত্যাগী বুজুর্গও হয় তবু ,
নবুবী ভাষ্যে স্বর্গ তাহার জুটবে না কভু।

কৃপণতার অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা লাভের জন্য দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট মহা মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রভূ পানে

মিনতি করতেনঃ ‘‘হে পরাক্রমশালী শক্তিধর! কৃপণতা আর কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি সর্বক্ষণ।’’

আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অর্থ না দেয়াকে কৃপন সম্প্রদায়ের সাথে উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘‘শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ব্যয় করার আহবান জানানো হয়, অতঃপর তোমরা কেউ কেউ কৃপনতা করছ। যারা কৃপনতা করছ, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপনতা করছ। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত আর তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।’’

(মুহাম্মদ-৩৮)

আয়াতের সুস্পষ্ট ঘোষণা, যারা কৃপনতা করবে, তারা নিজের সাথেই করবে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা কারো অর্থের মুখাপেক্ষী নন। তিনি মানবের কুরবানী প্রত্যক্ষ করেন, যদি কেউ অর্থ ব্যয়ের দ্বারা জিহাদকে সক্রিয় করে দ্বীনের হেফাযত না করে, তাদের ধ্বংস করে অন্য জাতিকে তার স্থানে নিযুক্ত করে দ্বীনের কাজ সম্পূর্ণ করেন, জিহাদের ধারা চালু রাখেন।

মৃত্যুর পূর্বেই আজাব প্রদান

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন দিন জিহাদ করেনি, কোন মুজাহিদকে জিহাদের জন্য অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেনি, অথবা কোন মুজাহিদ পরিবারকে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমানতদারীর সাথে দেখাশোনা করেনি, এই হতভাগা মৃত্যুর পূর্বেই কোন না কোন আজাবে নিপতিত হবে।

(আবু দাউদ শরীফ)

জিহাদে অর্থ ব্যয়

হযরত মাকহূল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে গৃহ থেকে কোন একজন ব্যক্তিও জিহাদে গেলনা, বা কোন মুজাহিদকে সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করল না, এমনকি কোন মুজাহিদ পরিবারের দেখাশোনাও করল না, মৃত্যুর পূর্বেই ঐগৃহ এক বিশাল বিপর্যয়গ্রস্থ হবে।

হাদীসে উল্লেখিত আজাব ও বিশাল বিপর্যয়ের বিভিন্ন ব্যখ্যা হতে পারে। কারো কারো মতে ঐ গৃহে সর্বদা প্রচন্ড অর্থ সংকট থাকবে। কেউ বলেন, চুরি-ডাকাতি বা অগ্নিকান্ডে তার সর্বস্ব ধ্বংস হয়ে পথের ভিখারী হয়ে যাবে।বড় এক জামাতের অভিমত হল, এমন এক শারীরিক অসুখ তাকে গ্রাস করে নিবে, যা শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর প্রতি ঠেলে দিবে।

শুধী! আসুন, আমরা পূর্বে আলোচিত ফযিলতের বস্তুগুলোকে মজবুতির সাথে গ্রহণ করি এবং আজাব ও পরিত্যাজ্য সকল বস্তুকে পরিহার করি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে যথার্থ আমল করার তৌফীক দান করুন।

আমীন।

জিহাদে অর্থ ব্যয়

সগীর বিন ইমদাদ

প্রকাশক ঃ এম, এসহুসাইনী
মাকতাবাতুল জিহাদ -ঢাকা
কম্পোজ ঃ সগীর বিন ইমদাদ

প্রকাশকাল ঃ জুলাই-২০০২

মূল্য ঃ ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

পরিবেশক ঃ
নিউরাহমানিয়া লাইব্রেরী